কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্করের সফর (মার্চ ০৫-০৬, ২০২৪)

মার্চ 06, 2024

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কর, 05-06 মার্চ, 2024 তারিখে 10 তম ভারত-আরওকে জয়েন্ট কমিশন মিটিং (JCM) এর উদ্দেশ্যে কোরিয়া প্রজাতন্ত্র (ROK) সফর করেন। 6ই মার্চ 2024-এ এই মিটিং-এ সহ-সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী চো তাই-ইউল।

জয়েন্ট কমিশন মিটিং-এ দুই সরকারের একাধিক মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এটি বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উন্নয়ন সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সংস্কৃতি এবং জনগণের মধ্যে বিনিময়ের ক্ষেত্রে ভারত-কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বের অধীনে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতার একটি ব্যাপক পর্যালোচনার জন্য একটি মঞ্চ প্রদান করতে সমর্থ হয়েছে। দুই মন্ত্রী নতুন ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা আরও প্রসারিত করার উপায়গুলিও অন্বেষণ করেছেন যেমন সমালোচনামূলক এবং উদীয়মান প্রযুক্তি, সেমিকন্ডাক্টর, সবুজ হাইড্রোজেন, মানব-সম্পদ গতিশীলতা এবং স্থিতিস্থাপক সরবরাহ চেইন, দ্বিপাক্ষিকভাবে এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে। আলোচনার মধ্যে দিয়ে উঠে আসে ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অভিন্ন স্বার্থ এবং উদ্বেগের উন্নয়নমূলক প্রসঙ্গগুলিও। তারা তাদের নিজ নিজ ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং কৌশলগুলির উপর দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নিয়েছে এবং এই অঞ্চলের জন্য তাদের উদ্যোগে সাধারণতা উল্লেখ করেছে।

তার সফরের সময়, পররাষ্ট্রমন্ত্রী বহু কোরিয়ান বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের সকল স্তরের বিভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে মতামত বিনিময় করেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী এইচই মিস্টার হান ডাক-সুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বাণিজ্য, শিল্প ও জ্বালানি মন্ত্রী আহন ডুকগেউনের সঙ্গে এবং জাতীয় নিরাপত্তা অফিসের পরিচালক এইচ.ই. মিঃ চ্যাং হো-জিন সঙ্গে বৈঠক করেন । পররাষ্ট্রমন্ত্রী কোরিয়া নিবাসী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়িক এবং কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে ভারতীয় প্রবাসীদের প্রধানদের সঙ্গে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করেছেন। ভারতের উন্নয়ন, বিদেশী নীতি এবং ভারত-কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের মধ্যেকার সম্পর্কের সম্ভাবনা এবং সম্ভাবনার বিষয়ে মতামত শেয়ার করেছেন।

৫ই মার্চ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কোরিয়া জাতীয় কূটনৈতিক একাডেমিতে "দিগন্তের বিস্তৃতি: ইন্দো-প্যাসিফিকের ভারত ও কোরিয়া" (Broadening horizons: India and Korea in the Indo-Pacific) থিমের উপর একটি বক্তৃতা দেয়, প্রদর্শন করে যে কীভাবে ভারত এবং ভারতে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য একসঙ্গে কাজ করতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং এর বাইরে সরবরাহ চেইন স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করে, পরিপূরক প্রযুক্তির শক্তির ব্যবহার করে এবং সংযোগের মাধ্যমে ভৌগলিক সংযোগ স্থাপন করে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফরটি দুই দেশের মধ্যে বহু প্রাচীন সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে লালন করার পথ প্রদর্শন করে। তিনি অযোধ্যার ভগিনী শহর গিমহে ওই শহরের মেয়রের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করেন। ভারত-কোরিয়ার জনগণের সঙ্গে আত্মীয়তার একটি প্রাচীন বন্ধন ভাগ করে, যা অযোধ্যা থেকে রাজকুমারী সুররত্নের জন্যই বিস্তার লাভ করেছিল, যিনি কোরিয়া প্রজাতন্ত্রতে রানী হিও হোয়াং-ওক নামে পরিচিত। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী ডোমিউং এর কাছ থেকে প্রাচীন ভারত এবং বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে কোরিয়ার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিয়ে তাঁর লেখা একটি বই পান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী কোরিয়ার মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় জাদুঘরে ভারতের সমৃদ্ধ বৌদ্ধ ঐতিহ্য প্রদর্শন করেন এবং একটি বিশেষ প্রদর্শনী দেখেন।

আমাদের দেশগুলি আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার 50 তম বার্ষিকী উদযাপন করার পরপরই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে সফর, যা এই দুই দেশের মধ্যে বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করার জন্য নতুন পথ তৈরি করার সুযোগ দিয়েছে।

নতুন দিল্লি
মার্চ 06, 2024